আবু বকর আল-বাগদাদী এর ঘোষিত “খিলাফাহ” এর ব্যাপারে প্রখ্যাত আলেম ও দায়ীদের অবস্থান বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ

অপরাধী বাগদাদীর কল্পিত তথাকথিত “খিলাফাহ” প্রত্যাখ্যান করে দশজন প্রখ্যাত আলেম এবং দায়ীর বিবৃতি

বালাকোট
BALAKOT MEDIA

আবু বকর আল-বাগদাদী এর ঘোষিত “খিলাফাহ” এর ব্যাপারে প্রখ্যাত আলেম ও দায়ীদের অবস্থান বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ

অপরাধী বাগদাদীর কল্পিত তথাকথিত “খিলাফাহ” প্রত্যাখ্যান করে দশজন প্রখ্যাত আলেম এবং দায়ীর বিবৃতি

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

১) শাইখ ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল মুহাইসিনী

শাইখ ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ মুহাইসিনী বলেন,

এখানে আমাদের সামনে "খিলাফাহ" ঘোষণা করা হয়েছে অথচ এটা হয়েছে কোনো একক ভূখন্ডে তামকীন (পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ) ও পরামর্শ ব্যতীত! এটা নবুয়্যতের আদলে হয় নি, বরং এটা হয়েছে স্বৈরাচারীর আদলে, এর জন্যে শামে কী পরিমান রক্ত প্রবাহিত হয়েছে তা আমি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি, অথচ বাগদাদীর শামের অধিকাংশ এলাকায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই! যেমন: আলেপ্পা, সমুদ্র উপকূল, হিমস, দামেস্ক, গুতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে।

তাহলে এটা কিভাবে সমগ্র উম্মাতের জন্যে ঘোষণা করা হলো?

আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি এবং অন্ধকার ফিত্না।

ভ্রান্তিটা ঘৃণিতভাবে আরো বিস্তৃত হয় যখন এর ভিত্তিই ভ্রান্ত হয়; রক্তপ্রবাহ ও সম্মান ভূলুণ্ঠিত হওয়া এবং বাগদাদীর খিলাফাহ ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা যারা তার স্বৈরাচারিতাকে স্বীকার করবে না। অচিরেই এই ঘোষণার ফলে তাওহীদবাদীদের রক্তের ঝর্ণা বয়ে যাবে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে যারা তার কাছে বাইআত দিয়েছে এবং তাকে অশুভ রক্তপ্রবাহে সাহায্য করছে, তারা সেদিন কি জবাব দিবে যেদিন তারা মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে...

ধ্বংস তাদের জন্যে যারা বৈশ্বিক জিহাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে; মনে হচ্ছে এই ফিত্না ছড়িয়ে পড়বে ইয়েমেন, মরক্কো ও সোমালিয়ায়। তাকদীর আল্লাহর হাতে, আহ! এখন কতই না আনন্দিত হচ্ছে আমেরিকা এবং তার অনুসারীরা...!!!

এই বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার অর্থই হচ্ছে মুসলমানদের রক্তকে বিনা দোষে প্রবাহিত করা।

আল্লাহর কসম! আমরা এবং মুজাহিদরা বের হই নি (মুসলমানদের) রক্ত প্রবাহ করা এবং সম্ভ্রমহানি করার জন্যে, বরং আমরা বের হয়েছি অত্যাচার, কুফর এবং ফিত্না দূর করার জন্যে, সুতরাং এদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো...

২) শাইখ হাজ্জাজ বিন ফাহদ আল আজমী

শাইখ হাজ্জাজ বিন ফাহদ আল আজমী বলেন,

বাগদাদী এবং তার ধারণাকৃত রাষ্ট্রের নীতি হচ্ছে:

ক) বিনা কারণে অন্য মুসলমানকে তাকফীর করা।

খ) বিনা অপরাধে মানব হত্যা করা।

আসাদ এবং মালিকী যা চায় তারা তাই করছে খিলাফাহ এর নামে...

ইসলামে খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের একটি ডিমেরও হেফাজত করা, অপরাধী বাগদাদীর কী হলো যে, সে মুসলমানদের রক্তপাত করছে?...

আল্লাহ এদেরকে হত্যা করুন... আল্লাহ এদেরকে হত্যা করুন...।

৩) শাইখ ডক্টর সামী আল উরাইদী

শাইখ ডক্টর সামী আল উরাইদী বলেন,

আমরা তাদেরকে বলি যে, আমরা নবুয়্যতের আদলে খিলাফতে রাশেদা চাই।

তারা নিজেদের কার্য ও অবস্থা দিয়ে সুর মিলিয়ে বলে, "আমরা তা চাই জবরদস্তি ও জোরপূর্বক, আমরা চাই হাজ্জাজের আদলে।"

আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, তিনিই উত্তম রক্ষক।

খলীফা ইব্রাহীমের (বাগদাদীর) অনেক অনুসারীরা নিজেদের খিলাফাহ নিয়ে তুষ্ট নয়...

তারা সর্বদা অজানা জ্ঞানে শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করে, হে খলীফার অনুসারীরা...

الإمام جنة। অর্থাৎ "**ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরূপ।" (বুখারী)**

৪) শাইখ আবু সুলাইমান আল মুহাজির

শাইখ আবু সুলাইমান আল মুহাজির বলেন,

মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, এই ঘোষণার পর তাদের নীতি কী হবে?

এই (খিলাফাহ) নামকরণের পর নীতি কী হবে?

যে সব মুসলমানদের উপর বাইআত ওয়াজিব করা হয়েছে তারা কিভাবে এই খিলাফতে পৌঁছবে?

খলীফার কি এই দায়িত্ব নয় যে, মুসলমানদের একটি ডিমেরও হেফাজত করা হবে?

খলীফার কি এই দায়িত্ব নয় যে, যেসব মুমিন এই দুর্বল খিলাফাহের দিকে হিজরত করবে তাদের আবাসস্থলের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা?

যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন- إن الذين توفاهم الملائكة **নিশ্চয়ই যাদেরকে ফেরেশতারা উঠিয়ে নিয়েছে...** (আল কোরআন)

নাকি তারা এই নাম গ্রহণের পর এমন সবার বিরুদ্ধে তলোয়ার খাপমুক্ত করবে যারা তাদের দাবি মানবে না?!!

এই ঘোষণা কি এমন একটি দলের মজলিশে শূরার দ্বারা গৃহীত হয় নি যেটি উম্মাতের নিকট অপরিচিত...অজ্ঞাত?!!

এর দ্বারা কি সমাপ্ত হয়ে যাবে সমস্ত আন্দোলন, দলসমূহ, আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং যারা **আল্লাহর শরীয়াহ** ও **"নবুয়্যতের আদলে খিলাফতে রাশেদা"** প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তারা?!! এসব কি হচ্ছে না তাদের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাদের মতামত নেয়া ব্যতীত?

এটা কি কারো অধিকারের মধ্যে পড়ে যে, সে পরামর্শের ক্ষেত্রে সমগ্র উম্মাহের অধিকার হরণ করবে ও উলামা-উমারার অধিকার মিটিয়ে দিবে?

নিশ্চয়ই এটি একটি চরম ধৃষ্টতা... উলামাদের উপর ধৃষ্টতা... উমারাদের উপর ধৃষ্টতা... মুজাহিদদের গ্রুপসমূহের উপর ধৃষ্টতা... সমগ্র উম্মাহের উপর ধৃষ্টতা...

হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে আমাদের শ্রেষ্ঠদেরকে কর্তৃত্ব দান করো, ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অকল্যাণ করো!

হে মহান শক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী! এদেরকে অন্যদের জন্যে দৃষ্টান্ত বানিয়ে দাও...

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা তাদের এই (খিলাফাহ) ঘোষণার অন্তরায় হবে তারা অবশ্যই ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে যোদ্ধা হিসেবে গণ্য হবে, বরং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যোদ্ধা হবে।

৫) শাইখ হানী আস সিবায়ী

শাইখ হানী আস সিবায়ী বলেন,

এখন রমজানের ইফতারীর প্রস্তুতি নিচ্ছি এমনই সময় আদনানীর খিলাফাহের ঘোষণা শুনলাম!!!

হয়তো বাইয়াত দাও নতুবা নক্ষত্রের দেশে পালাও! আমি বললাম, আমার কাছে সাত তারায় পালানোর টিকিট নাই।

৬) শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী

শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী বলেন,

তাদের নামকরণ ও ঘোষণায় আমার কোনো ক্ষতি হবে না এবং কক্ষনো আমার সময় ব্যয় করবো না ওই ব্যক্তি যা লিখেছেন এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কথা বলে; আমরা প্রত্যেকেই কামনা করি খিলাফাহ প্রত্যাবর্তনের জন্যে, সীমান্ত চূর্ণ হবার জন্যে, তাওহীদের ঝান্ডা বুলন্দের জন্যে, শিরকের পতাকা অবদমিত হবার জন্যে এবং এটা মুনাফিক ছাড়া কারো কাছে অপছন্দনীয় হবে না; **আসল কথা হচ্ছে, নামের সাথে কাজের মিল, বাস্তবে তা প্রয়োগ, কার্যত তা ভূমিতে বাস্তবায়ন;**

যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বে কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করে, সে তা হারিয়ে এর পরিণাম ভোগ করে; কিন্তু যে বিষয়কে আমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি তা এই যে, এই ঘোষণাকে জাতি কিভাবে দেখবে? এবং এই নামকরণকে? যা ক্রমান্বয়ে ইসলামিক স্টেইট ইন ইরাক অতঃপর ইরাক ও শাম, অতঃপর জনসাধারণের খিলাফাহ; এটা কি হতে পারবে প্রত্যেক দুর্বলের আশ্রয়স্থল! এবং প্রত্যেক মুসলমানের নিরাপদস্থল! নাকি এই নামকরণ হবে তাদের বিরোধীদের জন্যে উন্মুক্ত তরবারি!! এবং এর দ্বারা ওইসব ইমারাহ লুপ্ত করা হবে যেগুলো তাদের রাষ্ট্র ঘোষণার পূর্বে হয়েছে!! এবং এর দ্বারা ওইসব গ্রুপ বাতিল বলে গণ্য হবে যারা তাদের পূর্ব থেকে বিভিন্ন ময়দানে জিহাদ করছে!!!

৭) শাইখ আবু বাসীর আত ত্বারতুসী

শাইখ আবু বাসীর আত ত্বারতুসী বলেন,

প্রত্যেক নতুন ঘোষণার দ্বারা হারাম রক্তের প্রবাহ বেড়ে যাচ্ছে!

যখন দাওলাহ গ্রুপ নিজেদেরকে শুধু একটি দল বা সংগঠন হিসেবে পরিচয় দিতো... তখন তারা এই হিসেবে রক্ত প্রবাহ করতো যে, তারা হচ্ছে একটি মৌলিক ও বড় দল, এবং প্রথমে... অতঃপর তারা যা দেওয়া হয় নি ও যা নেই তা নিয়ে পরিতৃপ্ত হলো... তখন তারা ধারণা করলো যে, তারা "ইরাকের রাষ্ট্র"... সুতরাং হারাম রক্তপাত শুরু হলো... অতঃপর তারা ধারণা করলো, তারা "ইরাক ও শামের রাষ্ট্র"... তখন কয়েকগুণ রক্তপাত বৃদ্ধি পেলো... ধারণা করা হয় যে, সেটি রাষ্ট্র... বাহিরেও রাষ্ট্র... তাদের প্রতি কখনো আনুগত্য এবং বাধ্যতার হস্তপ্রসারিত হয় নি... তাহলে কি এগুলো হালাল রক্ত...!

আর আজও তাদের তৃষ্ণা মিটে নি,... না হারাম রক্তের পিপাসা মিটেছে... আর ওইসব ধারণাপ্রসূত নামকরণ ও উপাধি ধারণ... সুতরাং তারা ধারণা করেছে যে, সেটি হচ্ছে খিলাফাহ... এবং তাদের আমীর হচ্ছেন খলীফা... তার জন্যে রয়েছে খলীফার পূর্ণ অধিকার... যারা তাদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের আনুগত্যে আসবে না তাদেরকে হত্যা করা হবে..!!!

আহ! শত্রুদের জন্যে কতই না আনন্দ... **এইসব মূর্খদের নিয়ে...** যারা কমবয়সী... **এ যুগের খারেজী...** যারা তাদের তলোয়ার মুসলমানদের কাঁধে রাখে... তাদের ধারণাপ্রসূত ওইসব নামকরণ ও ধারণাকৃত উপাধির জন্য বিজয় আনতে... যারা তাদের পূর্বে এদিকে অগ্রসর হয়েছে সেসব রুগ্নদের জন্যে... উগ্র প্রবৃত্তির অনুসারী হিসেবে যারা সবার নিকট পরিচিত!

এইসব উগ্র খারেজীদের নতুন ঘোষণার সাথে সাথে মুসলমানদের দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা বেড়ে যায়... হত্যা ও টুকরো টুকরো করা... বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি... কাটাকাটি বিস্তৃতি... রক্তপাত... সাথে সাথে এই উগ্র খারেজীদেরও শত্রুতা বেড়ে যায় (প্রতিটি নতুন ঘোষণার সাথে সাথে) আর তাদের পক্ষ থেকে চিৎকার... চেঁচামেচি... ও হুংকারও বেড়ে যায়...

এবং শত্রুরাও জানে এই বাস্তবতা... তাই তারা যথাসাধ্য তাদেরকে ছেড়ে দেয়... তাদের থেকে চোখ বুজে নেয়... কখনো কখনো তাদেরকে শক্তির রজ্জু দেয়...!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের যথার্থ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন:

يقتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان

"তাঁরা (খারেজীরা) মুসলমানদেরকে হত্যা করবে, এবং মূর্তিপুজারীদেরকে ছেড়ে দিবে!"

৮) শাইখ সালিম আবু সুবাইতান

শাইখ সালিম আবু সুবাইতান বলেন,

প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে, যার কাছে বাইআত দেয়া হচ্ছে **তিনি অপরিচিত অজ্ঞাত...**।

৯) শাইখ ডক্টর ত্বারিক আব্দুল হালীম

শাইখ ডক্টর ত্বারিক আব্দুল হালীম বলেন,

আমি কয়েকদিন পূর্বে উম্মাতের উলামা ও দায়ীদের প্রতি ত্বরিত আহবান জানিয়েছিলাম, হারুরিয়্যাদের (খারিজিদের একটি ভয়ংকর উপদলের নাম) সংগঠনের দ্বারা নতুন বিপদ প্রকাশ পাবার পূর্বে, যা হচ্ছে বাগদাদীর খিলাফাহ!

আল্লাহর কসম! সে হচ্ছে ঐ প্রবাদের বাস্তব নমুনা যে, *"সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিপদ হচ্ছে যা নিয়ে হাসা হয়"*, উম্মাতে মুসলিমার এই সঙ্কটময় মুহূর্তে, যখন সমগ্র কুফরী শক্তি কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই এর বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকছে, এই কুফরী শক্তি হচ্ছে রাফেজি, নুসাইরিয়া, ইয়াহুদী এবং ক্রুসেডাররা। অতঃপর নতুন বিপদ হচ্ছে হারুরিয়্যাহ বাগদাদী, আর নিহত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের সব কিছুকে মুবাহ করা হয়েছে, তাদের মালকে হালাল করা হয়েছে; এ ব্যাপারে প্রত্যেক কাফেরই সমান দৃষ্টিভঙ্গি রাখছে।

আর রাফেজি, নুসাইরিয়া, জায়নবাদি এবং ক্রুসেডারদের বিষয় তো সবার কাছে পরিচিত, তাদের ঐক্যবদ্ধের কারণ অস্পষ্ট নয়। যেহেতু তারা প্রত্যেকেই দ্বীন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শত্রু। কিন্তু হারুরিয়্যাহ বাগদাদী এক নব উদ্ভাবিত বিভীষিকা, যার কাজ হচ্ছে উম্মাতের শরীর খাবলে খাওয়া। রাজনীতির বিচ্ছিন্ন ঘোড়া চালিয়ে এর মুজাহিদদেরকে হত্যা করা, যারা বাহ্যত ইসলামের প্রকাশ করে অতঃপর মুসলমানদেরকে হত্যা করে এবং মূর্তি পুজারিদেরকে ছেড়ে দেয়।

১০) শাইখ ডক্টর হামিদ বিন হামদ আলী

শাইখ হামিদ বিন হামদ আলী বলেন,

ক) খিলাফাহ নামকরণ ঘোষণা সম্পর্কে জবাব হচ্ছে, ঐ জবাব যা পূর্বে গত হয়েছে যে, তাদের রাষ্ট্র ঘোষণা - তা ইরাকে হোক বা অতঃপর ইরাক ও শামে হোক - এইসব ঘোষণা বাতিল।

খ) আগে গত হয়েছে, যেমনি বর্ণনা করেছেন তানযীমে

কায়েদায় জিহাদের সেনাপতি শাইখ জাওয়াহিরী এবং অন্য আলেমগণ, যেমন শাইখ উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করুন) এবং তাঁরা এটাকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ) সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জুলুম ও ভয়াবহ ফাসাদ হচ্ছে এই দাবি করা যে, যেসব সংগঠন ও দল এই রাষ্ট্রের কাছে নত হবে না তারা বাতিল! তাদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদেরকে হত্যা করা হালাল।

তারা এই হাদীস দ্বারা দলিল দেয়, "যা তোমাদের কাছে আসবে এবং তোমাদের সবাইকে নির্দেশ দিবে..."

এই হাদীস সহীহ, কিন্তু তাদের পক্ষে নয় বরং তাদের বিপক্ষে, কেননা মুসলমানদের নির্দেশনাবলী তাদের ধারণা মতো অবস্থায় নয়।

ঘ) তাদের ধারণা অনুযায়ী মুসলমানরা হচ্ছে তাদের মজলিশে শুরা! তারা ব্যতীত অবশিষ্ট কোটি কোটি মুসলমানদের কোনো মূল্য নেই। এই দিকেই তাদের অফিসিয়াল মুখপাত্রের কথা ইঙ্গিত বহন করে যখন তিনি বলেছেন, "আমরা কাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করবো..."!! যেন তাদের নির্দেশই উম্মাতের নির্দেশনা!

ঙ) তারা হচ্ছে অত্যাচারী যেখানে তারা নিজেদের বিরোধীদের গণ্য করে যে, হয় এরা মুরতাদ নতুবা তাদের বিপরীত যোদ্ধা! না কোনো আলেম, না কোনো মুজাহিদ, না কোনো উপদেশদাতার কথা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য! তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য কথা হচ্ছে তাদের জাহেল আহলে হাল ও আকদের!